বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ত্রৈমাসিক বুলেটিন
সেপ্টেম্বর-২০২৩

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ

১। মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

২। মোঃ শওকত আলী খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

সম্পাদকীয় প্যানেল ঃ

১। মোহাম্মদ আহাদ খান
উপমহাব্যবস্থাপক

২। নূর মোহাম্মদ মোল্লা
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৩। মোছাঃ মোহসিনা ফেরদৌসী
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

৪। রিপা রানী দাস
মুখ্য কর্মকর্তা

৫। মোঃ ইয়াহিয়া শেখ
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

সম্পাদকীয় বাণী

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৭৩ সালের ২৭নং রাষ্ট্রপতির আদেশ মূলে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের খাদ্য ঘাটতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট কৃষি ঋণ বিতরণের সিংহভাগই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক বিতরণ করা হয়। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কার্যপরিধির বহুমুখী সম্প্রসারণ ঘটেছে। গ্রামীণ তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষির সার্বিক উন্নতি এবং এস.এমই ও কুটির শিল্পসহ কৃষিভিত্তিক অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে এ ব্যাংকের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

ব্যাংকের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৮টি ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশিত হয়। এই বুলেটিনের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা পাওয়া যাবে।

বুলেটিনটি প্রকাশের ব্যাপারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের আন্তরিকতা এবং উৎসাহের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়াও ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এবং প্রবন্ধকগণকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে শাখা প্রধানগণ আগামী অর্থ বছরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অন্যান্য অর্থবহ বা কার্যক্রমে মুদ্রিত তথ্য ব্যবহৃত হলে বুলেটিনটি প্রণয়ন সার্থক হবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ২৪/০৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২৭তম সভার সিদ্ধান্ত, "... ব্যবসায়িক খাতের অর্জনসমূহ সংকলনপূর্বক গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক ... প্রতি ত্রৈমাস অন্তে নিয়মিতভাবে এতদবিষয়ক বুলেটিন মুদ্রণপূর্বক সকল শাখা ও কার্যালয়ে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে" মোতাবেক সেপ্টেম্বর'২০২৩ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হলো।

ব্যাংকের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংকলনপূর্বক মুদ্রণ করা হলো। বুলেটিনটি প্রণয়নে তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করায় ঋণ আদায় বিভাগ , আন্তজার্তিক বাণিজ্য বিভাগ, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ ও ফরেন রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এর প্রতি সম্পাদকীয় প্যানেলের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলো।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১০০ (একশত) দিনের বিশেষ কর্মসূচি

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দেশ ও মানুষের কল্যাণে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ভিত্তি শক্তিশালী করার পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে ব্যাংকটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রাসমূহে শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যার মেয়াদকাল হচ্ছে ২৩ আগস্ট হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। কোভিডকালীন ক্ষতি এবং সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচির উদ্দেশ্য সফল হলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর সামনে এগিয়ে যাবার ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে। এই বিশেষ কর্মসূচি আমাদের সম্মিলিতভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সফল বাস্তবায়ন করতে হবে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- বিকেবি'র লোকসানি শাখাসমূহকে শতভাগ লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ;
- লাভজনক শাখাসমূহকে তাদের লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দ্বিগুণকরণের মাধ্যমে ব্যাংকটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরণ;
- প্রতিটি শাখার শ্রেণিকৃত ঋণ ন্যূনতম ৫% হ্রাসকরণ এবং যে সকল শাখায় ১০% এর উপরে শ্রেণিকৃত ঋণ রয়েছে সে সকল শাখার শ্রেণিকৃত ঋণ অর্ধেক হ্রাসকরণ;
- ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিতকরণ;
- কম সুদবাহী ও সুদবিহীন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে সুদ ব্যয় কমানো।

৩ ধাপে অনুষ্ঠিত ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচির সময়কাল ঃ

- ১ম ধাপের সময়কাল ৩০ দিন (২৩ আগস্ট হতে ২১ সেপ্টেম্বর) এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার হার ৩০%;
- ২য় ধাপের সময়কাল ৪০ দিন (২২ সেপ্টেম্বর হতে ৩১ অক্টোবর) এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার হার ৪০%;
- ৩য় ধাপের সময়কাল ৩০ দিন (০১ নভেম্বর হতে ৩০ নভেম্বর) এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার হার ৩০%।

১০০ (একশত) দিনের বিশেষ কর্মসূচি কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

আমানত সংগ্রহঃ

৩০-০৬-২০২৩ তারিখে ব্যাংকের মোট আমানত স্থিতি ৪০৫৭২.৯৩ কোটি টাকা এবং ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ ভিত্তিক আমানত স্থিতি ৪১৩৮২.৩৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য মোট আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ৫২৫০০.০০(বাহান্ন হাজার পাচঁশত) কোটি টাকা এবং বার্ষিক আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১২০০০.০০(বার হাজার) কোটি টাকা যার মধ্যে ক) চলতি আমানত ২৪০০.০০ কোটি টাকা (২০%), সঞ্চয়ী ও এসএনডি আমানত ৬০০০.০০ কোটি টাকা (৫০%), মেয়াদি আমানত ২৪০০.০০ কোটি টাকা (২০%) এবং অন্যান্য আমানত ১২০০.০০ কোটি টাকা (১০%) নির্ধারণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ত্রৈমাস শেষে আমানত স্থিতি বৃদ্ধির পরিমাণ ৮০৯.৪৩ কোটি টাকা এবং আমানত স্থিতির অর্জনের হার ৭% যেখানে চলতি আমানতের ক্ষেত্রে ৭.৭১ কোটি টাকা হ্রাস, সঞ্চয়ী ও এসএনডি আমানতের ক্ষেত্রে স্থিতি ২৪০.২৪ কোটি টাকা, মেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে স্থিতি ৮৩১.০৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আমানতের ক্ষেত্রে ২৫৪.১৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। আমানত সংগ্রহের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি, সঞ্চয়ী ও এসএনডি আমানতের চেয়ে মেয়াদি আমানতই বেশি সংগৃহীত হয়েছে অর্থাৎ Deposit Mix সঠিকভাবে পরিপালন হয়নি। ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ ভিত্তিক উচ্চসুদব্যয়ী ও কমসুদব্যয়ী/সুদবিহীন আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ২৯০৩৪.১২ কোটি টাকা (৭০.১৬%) ও ১২৩৪৮.২৪ কোটি টাকা (২৯.৮৪%)। এই বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি শাখাকে সঠিক Deposit Mix বজায় রাখার জন্য অধিক পরিমাণ সুদবিহীন ও কমসুদবাহি আমানত সংগ্রহ করার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে আমানত সংগ্রহের ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, শাখার প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাসে ন্যূনতম ১৫টি নতুন আমানত হিসাব খোলা, নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাসে ন্যূনতম ৫টি নতুন আমানত হিসাব খোলা, নতুন প্রচলিত স্কীমের ক্ষেত্রে শাখা ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাসে গড়ে ১০টি নতুন সঞ্চয়ী স্কীম হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাস ভিত্তিক আমানতের বিভাজন

উচ্চ সুদবাহী আমানত	কমসুদ/সুদবিহীন আমানত	অনুপাত
২৯০৩৪.১২	১২৩৪৮.২৪	৭০ঃ৩০

ঋণ বিতরণ ঃ

দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে। সে ধারাবাহিকতাকে বেগবান করার লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য মোট ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২২২০০.০০ (বাইশ হাজার দুইশত) কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত এই লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দেশের কৃষি উন্নয়নে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে কৃষি খাতে ১১০০০.০০ (এগার হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ঋণ বিতরণে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিভাজন ও ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অর্জন নিম্নরুপ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	পরিমাণ	
			অর্জন	হার
১	শস্য	৬৬০০.০০	৯৩৪.৬৬	১৪%
২	মৎস্য চাষ	১৩৫০.০০	২০০.২২	১৫%
৩	প্রাণসম্পদ	১৩৫০.০০	৩৮৯.১৯	২৯%
৪	সেচ যন্ত্রপাতি	৬০.০০	৯.২৮	১৫%
৫	কৃষি যন্ত্রপাতি	১০০.০০	১৩.৮৬	১৪%
৬	বীজ উৎপাদন	৫০.০০	২.০৪	৪%
৭	শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ	৪০.০০	১.৫৯	৪%
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	২৫০.০০	৩৩.৮৭	১৪%
৯	অন্যান্য খাত	১২০০.০০	২০৭.৯১	১৭%
	মোট কৃষি ঋণ	১১০০০.০০	১৭৯২.৬২	১৬%
১০	সিএমএসএমই			
	(ক) প্রকল্প ঋণ	৬০০.০০	৫.৫৩	১%
	(খ) চলমান/তলবী ১) ট্রেডিং	২৫৯২.০০	৪৭০.৪৭	১৮%
	২) সেবা	১৮৫০.০০	৬৬.৮৬	৪%
	৩) ম্যানুফ্যাকচারিং	২৯৫৮.০০	৩০১.২৫	১০%
	মোট সিএমএসএমই	৮০০০.০০	৮৪৪.১১	১১%
১১	কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প			
	ক) প্রকল্প ঋণ	১৭৫.০০	০.৬৬	০%
	খ) চলমান/তলবী ঋণ	১০০০.০০	৪.৬৩	০%
	গ) গ্রিণ ব্যাংকিং মেয়াদি)	২৫.০০	০.২৩	১%
	মোট কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প	১২০০.০০	৫.৫২	০%
১২	অন্যান্য (বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত ফান্ডেড)	২০০০.০০	১২৩.৭০	৬%
	সর্বমোট ঋণ বিতরণ	২২২০০.০০	২৭৬৫.৯৫	১২%

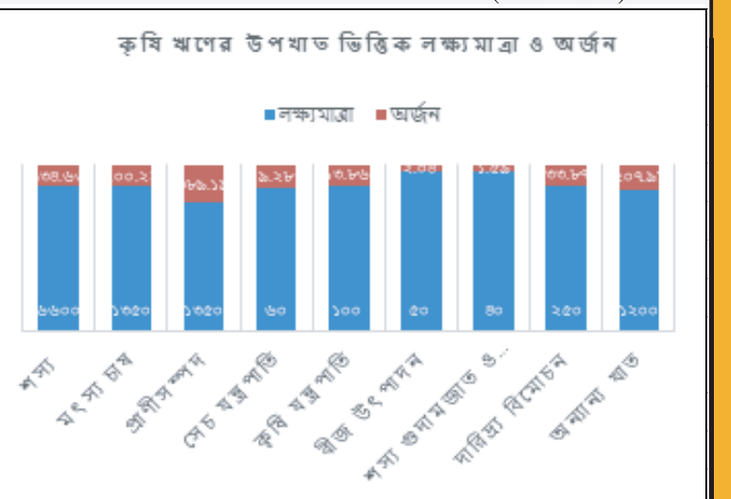

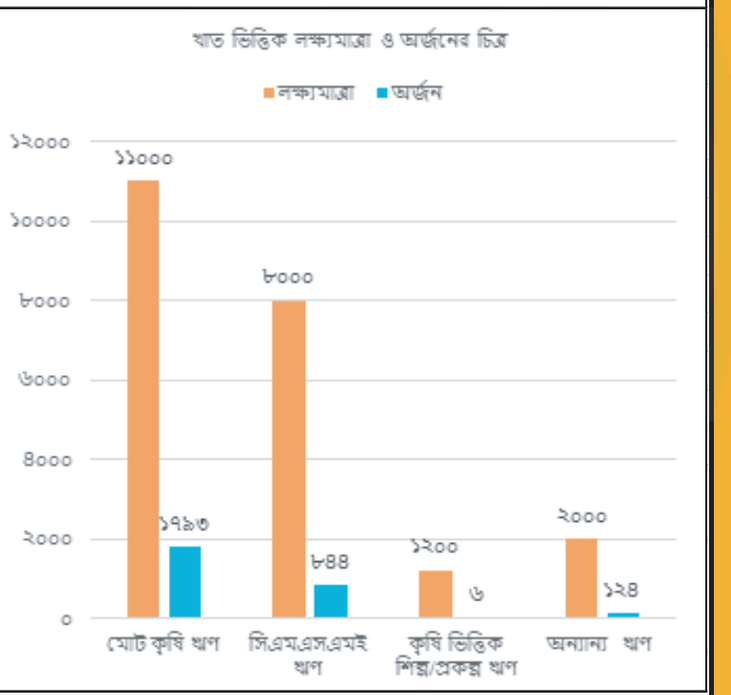

ঋণ বিতরণ কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিপালন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

- প্রতি ধাপে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের শাখা ১০টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৫ টি, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক ৩০টি এবং বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক অন্তত ২৫টি করে নতুন সিসি/চলতি মূলধন (Agro-Based Comercial Loan, SME) মঞ্জুর ও বিতরণ করা;
- বিভাগীয় কার্যালয় হতে মাসে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) টি নতুন ঋণ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ;
- শাখার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণের জন্য সপ্তাহে ০১ (এক) দিনের মহাক্যাম্প আয়োজন;
- ঋণ বিতরণকালে ঋণগ্রহীতাকে হয়রানি না করে পুরানো ঋণ নবায়ন ও গুনগত মানসম্পন্ন নতুন ঋণ বিতরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ও আমদানি বিকল্প শস্য খাতে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ।

ঋণ আদায় ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণ সর্বোচ্চ পরিমাণে আদায় ও অশ্রেণিকৃত আদায়যোগ্য ঋণ শ্রেণিকৃত হওয়ার পূর্বেই আদায় করে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং আয় বৃদ্ধির স্বার্থে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১৫৬৯৯.৪১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অর্জন ও হার যথাক্রমে ২২৫৪.০৯ কোটি টাকা ও ১৪% যার বিভাজন নিম্নে দেয়া হলোঃ

শ্রেণিকৃত ঋণ			শ্রেণিযোগ্য ঋণ			দ্বিগুনের আওতায় আদায়যোগ্য ঋণ			পুনঃতফসিলকৃত ঋণ		
লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার
১৬০০.০০	৯৫.৭৫	৬%	৮৯৯৫.৭৮	১৭৭৫.৯৬	২০%	১০৩১.১৮	৬৭.৫১	৭%	৪০৭২.৪৫	৩১৪.৮৭	৮%

ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ

- ব্যাংকের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপির সাথে ব্যাংকের নির্বাহীগণ, দ্বিতীয় শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপির সাথে প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ বিভাগের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপির সাথে, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব অঞ্চলের শীর্ষ ৫০ ঋণ খেলাপির এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার শীর্ষ ২০ ঋণ খেলাপির সাথে দ্বি-পাক্ষিক সভার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;
- শাখার শীর্ষ ১০০ ঋণ খেলাপির তালিকা হালনাগাদকরণসহ যে সব এলাকায় খেলাপি ঋণ গ্রহীতা বেশি সেসব এলাকায় তদারকি জোরদার করা;
- সিসি ঋণের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ আরোপ করে আদায় করা, মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গ্রাহক সমাবেশ/ঋণ আদায় ক্যাম্প/মহাক্যাম্পের আয়োজন করা;
- অবলোপনকৃত ঋণ হতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে পুনরায় শ্রেণিকৃত হতে না দেয়া;
- তামাদি ঋণ আদায়সহ নতুন তামাদি রোধ করা, শাখার WCL-1 ঋণ গ্রহীতাদেরকে লিগ্যাল/বিশেষ নোটিশ ইস্যু করা, অর্থ ঋণ আদালত, মানিস্যুট ও সার্টিফিকেট মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হল বিদেশে থাকা বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স। ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা ও আয় বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স খাতে আহরিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে আমদানি বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দেয়া, এক্সচেঞ্জ গেইন এবং কোম্পানী থেকে রেমিট্যান্সের বিপরীতে প্রাপ্ত কমিশন ব্যাংকের আয় খাতে যোগ হচ্ছে। ফলে যত বেশি ফরেন রেমিট্যান্স সংগ্রহ করা যাবে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা তত বেশি সুদৃঢ় হবে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে সরকার কর্তৃক বেনিফিসিয়ারীকে ২.৫% প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ফরেন রেমিট্যান্স সংগ্রহের ব্যাপারে আরও কার্যকর ও সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে। বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য ৮০০০.০০ (আট হাজার) কোটি টাকা রেমিট্যান্সের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রেমিট্যান্সের অর্জন ১৪৮৯.৬৫ কোটি টাকা (১৯%)। অর্থবছরের শুরু থেকেই বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগ্রহের লক্ষ্যে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা/উদ্যোগের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ-

- উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিদেশে অবস্থানরতদের (NRB) ডাটাবেইজ তৈরী করে নিয়মিত যোগাযোগ করা;
- শাখা ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাসে গড়ে ৮টি বৈদেশিক রেমিট্যান্স গ্রহীতা আনা;
- বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে সভার আয়োজনের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ও এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর সহযোগিতায় গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারণা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

- দীর্ঘদিনের পুরানো ও আটকে পড়া ঋণসমূহ যথাযথ নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের অবলোপন কৃত ঋণ মোট অবলোপনযোগ্য ঋণের ২৫% অবলোপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক আদায় নিশ্চিত করা;
- ট্রেজারী চালানের নির্ধারিত আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৮০০০.০০ (আট হাজার) কোটি টাকা ও ২০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা এবং ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন যথাক্রমে ১৫৮৮.৮৬ কোটি টাকা (২০%) ও ২৫১.৮৬ কোটি টাকা (১৩%);
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুনাফা অর্জনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৬-২০২৩ তারিখে অর্জিত মুনাফার দ্বিগুন এবং লোকসানকারী শাখার সংখ্যা একই হারে কমাতে হবে। ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত লোকসানকারী শাখার সংখ্যা (৪৩৭)। ১০০ দিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে শাখার মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা বিগত বছরের অর্জিত মুনাফার ৮৪% এবং লোকসানকারী শাখার সংখ্যা বিগত বছরের লোকসানের পরিমাণ ৮৪% কমাতে হবে।

১০০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা ঃ

- বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা শাখাসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণ;
- বিভাগীয় কার্যালয়ের ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন এবং মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং সেল কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে পিছিয়ে পড়া শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানপূর্বক মনিটরিং করা;
- SWOT Analysis এর মাধ্যমে প্রতিটি শাখার সম্ভাবনা ও দুর্বল দিকগুলো পর্যালোচনা করা;
- বিশেষ কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও তদারকি করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীদের সমন্বয়ে ০৬ (ছয়) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়;
- বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি শাখায় ব্যানার টাঙ্গানো ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

মূল্যায়ন ও পুরস্কার প্রদান ঃ

১১ টি ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫টি খাতের জন্য বরাদ্দকৃত ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বরের কম অর্জনের ফলে সংশ্লিষ্ট খাতে কোন ক্রেডিট পয়েন্ট প্রাপ্ত হবে না। এই ক্রেডিট পয়েন্ট প্রধান কার্যালয় কর্তৃক চূড়ান্ত হিসাবায়নের মাধ্যমে ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচিতে প্রদত্ত সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ক্রেডিট পয়েন্টের ভিত্তিতে ০৫(পাঁচ) জন বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের মধ্যে থেকে ০৫(পাঁচ) জন উপমহাব্যবস্থাপক ও ০৫(পাঁচ) জন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ০৩(তিন) জন কর্পোরেট শাখার ব্যবস্থাপক এবং প্রতিটি মুখ্য অঞ্চল হতে ৩(তিন) জন, অঞ্চল হতে ০২(দুই)জন শাখা ব্যবস্থাপক কে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষরে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হবে, যা পরবর্তী পদোন্নতিতে সহায়ক হিসেবে বিবেচ্য। ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% অর্জনে ব্যর্থ হলে তিরস্কার প্রদান করা হবে।

সেপ্টেম্বর-২০২৩ ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ফটোগ্যাল্যারী ঃ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উদযাপন

খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন

পিডিবিএফ এর সাথে বিকেবি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শওকত আলী মহোদয়ের পটুয়াখালী মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্যাংকের নিজস্ব জমিতে বৃক্ষ রোপণ

স্মার্ট বাংলাদেশের পথে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঃ SBS প্রতিবেদনসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুত

SBS সংক্রান্ত তিনটি বিবরণী পৃথকভাবে প্রস্তুতে শাখা পর্যায়ের ০১(এক) জন কর্মকর্তার সর্বনিম্ন ০২(দুই)টি পূর্ণ কর্মদিবসের প্রয়োজন হয়। একইভাবে মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় কার্যালয়ের ০১(এক) জন কর্মকর্তার সর্বনিম্ন ০২(দুই)টি পূর্ণ কর্মদিবসের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্ব হলে জরিমানার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহের একে অপরের সাথে তুলনামুলক বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণে প্রাপ্ত অসংগতি ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত শনাক্ত করে সংশোধনের জন্য ব্যাংক বরাবর ই-মেইল/ পত্র দেয়া হয়। এজন্য SBS-1,2,3 প্রতিবেদন সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। শাখার পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে/ CBS হতে নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের নির্ভুল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ SBS-1, 2 ও 3 প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করায় ব্যাংকের কর্মশক্তির অপচয় রোধের পাশাপাশি ব্যয় হ্রাস পাবে। বিগত বছরান্তের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পর পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে সদ্য সমাপ্ত জুন/২০২৩ ত্রৈমাসিকের SBS-2 বিবরণীতে প্রায় ৯৯.৩৪ লক্ষ আমানত হিসাব এবং SBS-3 বিবরণীতে প্রায় ৩৩.৪৬ লক্ষ ঋণ হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য CBS থেকে সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রস্তুতপূর্বক দাখিল করা হয়। পাশাপাশি জুলাই/২০২৩ ও আগষ্ট/২০২৩ মাসের তথ্য CBS থেকে সংগ্রহ করে SBS-2 ও SBS-3 গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতপূর্বক উহার সংকলিত তথ্যের আলোকে SBS-1 বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হয়। সরবরাহকৃত ডাটা হতে প্রতিবেদন সমূহ গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল এবং শাখা/ মাঠ কার্যালয় (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ব্যতীত) সমূহকে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী রহিত করে ২৬-০৯-২০২৩ তারিখে পত্র নং-প্রকা/গবে ও পরি/(এসবিএস-২,৩)/২০২৩-২০২৪/১৮২ জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখাসমূহকে বিবরণীমুক্তকরণ অর্থাৎ MIS প্রতিষ্ঠা করতে হলে শাখা পর্যায়ে বর্তমান সময় হতে যে সকল হিসাব খোলা হবে সে সকল হিসাবের এসবিএস সংক্রান্ত কোড (এসবিএস-২ এর ক্ষেত্রে ঃ Sector ও Type এবং এসবিএস-৩ এর ক্ষেত্রে ঃ Sector, Purpose, Security, SME ও Product কোড) সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। পাশাপাশি ইতঃপূর্বে খোলা সকল আমানত ও ঋণ হিসাবের কোড ধারাবাহিকভাবে সংশোধন করতে হবে।

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকের পরিকল্পনা ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে শাখা পর্যায়ে বিবরণী প্রস্তুতের কার্যভার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিচালিত উপরিউক্ত কার্যক্রমে যারা মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন ঃ (বাম হতে) সর্বজনাব আয়েশা আকতার মজুমদার, উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা; রহিমা খাতুন, কর্মকর্তা ; নূর মোহাম্মদ মোল্লা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক; তানজীলা ইসলাম, উর্ধতন কর্মকর্তা এবং জি. এম. ইকবাল হোসেন, মুখ্য কর্মকর্তা ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
Bangladesh Krishi Bank

গণমানুষের ব্যাংক

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক